############ পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১) ##############

ভাষা আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ২৪ শে জুলাই, ১৯৪৭ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ভাষা সমস্যা সংক্রান্ত একটি নিবন্ধন প্রকাশ করেছিলেন। এখানে তিনি বলেছিলেন বিদেশী ভাষা হিসেবে যদি ইংরেজী ভাষা পরিত্যাজ্য হয় তাহলে বাংলা আমাদের পাকিস্তানি রাস্ট্র ভাষা এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু বিবেচনা করা যেতে পারে।

ডিসেম্বর ১৯৪৭
পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এইখানে প্রথম সরকারী ভাবে সিদ্বান্ত হয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাস্ট্র ভাষা।

২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮
পাকিস্তানের গণপরিষদে প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনই কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাস্ট্রাভাষা করার প্রস্তাব করেন। যদিও প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নি।

ঢাকায় মি. জিন্নাহঃ
১৯ শে মার্চ, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর মি. জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১ শে মার্চ, ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ শে মার্চ, ১৯৪৮ সালে কার্যন হলে ভাষণ দেন। উভয় ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাস্ট্রভাষা।

রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠাঃ
তমুদ্দি মজলিশঃ
২ রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র ও শিক্ষকেরা ভাষা আন্দোলনের জন্য একটী ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এর আহবায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেম।

ডেমোক্রেটিক লীগ (উবসড়পৎধঃরপ খবধমঁব):
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে জনাব ওলী আহাদ মুসলীম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে ভাষা আন্দোলনের জন্য এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন।

যুবলীগঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় বসে যবলীগ গঠিত হয়।

ছাত্রলীগঃ
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ গঠিত হয়।

আওয়ামী মুসলীম লীগঃ
২৩ শে জুন, ১৯৪৯ সালে ঢাকার রোজ গার্ডেনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষাণীকে সভাপতি করে জনাম শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমান কে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠিত হয়।
১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করলে এবং রাজনীতি থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিষবাষ্প মুক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠার ৬ বছর পরে মুসলীম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামীলীগ রাখা হয়।

রাস্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদঃ
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র শিক্ষকেরা ভাষা আন্দোলনের জন্য এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। ১১ ই মার্চ কে (১৯৪৯-১৯৫১) ৩ বছর ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় রাস্ট্রভাষা কর্ম পরিষদঃ
১৯৫১ সালের ১১ ই মার্চ রাস্ট্রভাষা হিসেবে ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন কে আহবায়ক করে এই পরিষদ গঠিত হয়।

সর্বদলীয় রাস্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদঃ
৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৫২ সালে ঢাকার বার কাউন্সিলে লাইব্রেরী ঘরে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীকে সভাপতি করে এই পরিষদ গঠিত হয়। অতঃপর এই পরিষদ আগামী ২১ শে জানুয়ারী সারা পূর্ব বাংলায় হরতাল আহবান করে।

দুনিয়াকাপানো ৩০ মিনিটঃ
২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সালে ঐদিন বিকাল ৩টা ২০ মিনিট থেকে ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত ভাষা সৈনিক জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সমাবেশ শুরু হয়। জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ ১০ জন করে অসংখ্য মিছিল বের করার মাধ্যমে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার কর্মসূচী দেন।

প্রথম শহীদ মিনারঃ
রাজশাহী সরকারী কলেজে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল রাতে।

ঢাকায় প্রথম শহীদ মিনারঃ
২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সালে ঢাকায় প্রথম শহীদ মিনারের ডিজাইন করেন, ঁডাঃ বদরুল আলমচ ও ঁসাঈদ হায়দারঘ্ন ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সালে ১০ ফুট উচ্চতা ও ৬ ফুট প্রস্থের শহীদ মিনারটী উদ্ভোদন করে ভাষা সৈনিক শহীদ সফিউর রহমানের পিতা মৌলভী মাহমুদুর রহমান।
পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল রাতে শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলেন। আলাউদ্দিন আল আযাদ স্মৃতিমিনার কবিতাটি রচনা করেন।

প্রথম প্রকাশিত কবিতাঃ
ঁকাঁদতে আসিনি আমি
ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছিচু লিখেছেন মাহবুবুল আলম চৌধুরী

একুশের প্রথম সংকলনঃ
১৯৫৩ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারীর নামে প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন পুথিঘর লিঃ পক্ষে মুহাম্মদ সুলতান। সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান।

পাকিস্তানের সংবিধানঃ
জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের খসড়া সংবিধান গৃহীত হয় যা ২৩ শে মার্চ, ১৯৫৬ সালে সংবিধান কার্যকর হয়। এই সংবিধানে গভর্ণর জেনারেল পদ পরিবর্তন করে রাস্ট্রপতি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এই সুবাদে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা। আইয়ূব খান কে প্রধান সামরিক শাসক করা হয়।
** বাংলাকে রাস্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় সংবিধানের ২১৪ নম্বর আর্টিকেলে।

আইয়ূব খানঃ
৭ ই অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন এবং আইয়ূব খানকে প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ২৭ শে অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খান ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাস্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাঃ

৫ ও ৬ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সালে নেজাম-ই-ইসলামী নেতা চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বাসভবনে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেন। ১১ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সালে লাহোর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, ‟৬ দফা বাঙ্গালী জাতির মুক্তির সনদ” ৬ দফার কারণে বঙ্গবন্ধু কে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করা হয়।

স্বাধীনতা পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র মূলক মামলাঃ

১৯৬৭-৬৮ সালে স্বাধীনতা পরিকল্পনা করা হয়। আমির হোসেন নামে বিমান বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত অফিসার স্বাধীনতা পরিকল্পনার কথা পাকিস্তানী গোয়েন্দার নিকট ফাস করে দেন।

১৮ ই জানুয়ারী, ১৯৬৮ সালে শেখমুজিবুর রহমান কে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটে গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

১১ ই এপ্রিল, ১৯৬৮ সালে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এই ট্রাইব্যুনালে চেয়ারম্যান ছিলেন পাঞ্জাবী বিচারপতি ঝ. অ. জধযসধহ এবং দুজন বাঙ্গালী বিচারক গ. জধযরস (ঝুযযবঃ)¸ গ. ঐধশরস (কযঁষহধ)

১৯ শে জুন, ১৯৬৮ সালে রাস্ট্র বনাম শেখমুজিব ও অন্যান্য নামে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়। এই মামলায় শেখ মুজিবকে আসামী করে করে মোট ৩৫ জনকে আসামী করা হয়। স্বাক্ষী হিসেবে ২৫১ জন এবং রাজ স্বাক্ষী হিসেবে ১১ জন এবং তদন্ত পুলিশ অফিসার ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান।

১৫ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়।

১৮ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়।

২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে শেখ মুজিব সহ অন্যান্যরা মুক্তি পান

২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে জনাব তোফায়েল আহমেদ এর প্রস্তাবে জনতার সমর্থনে শেখমুজিব বঙ্গবন্ধু উপাধী দেওয়া হয়

২৪ শে মার্চ, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যোত্থান হয়।

৭০ ওয়ে নির্বাচন / জাতীয় পরিষদের নির্বাচনঃ

নির্বাচনের তারিখঃ ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০

মোট আসনঃ ৩১৩ টি [নির্বাচিত আসন ৩০০ টি + সংরক্ষিত মহিলা আসন ১৩ টি]

পূর্ব পাকিস্তান পায় = ১৬৯ টি আসন [১৬২ টি আসন + ৭ টি সংরক্ষিত আসন]

আওয়ামীলীগ জয় লাভ করে = ১৬৭ টি আসন [১৬০ টি আসন + ৭ টি সংরক্ষিত আসন]

প্রাদেশিক নির্বাচনঃ

তারিখঃ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০

মোট আসনঃ ৩১০ টি

আওয়ামীলীগ ২৯৮ টি

########## মহান মুক্তিযুদ্ধ ##########

ইয়াহিয়া খানঃ

২৪শে মার্চ, ১৯৬৯ সালে আইয়ূব খানের গণঅভ্যুত্থানের পদত্যাগ করলে ২৫ শে মার্চ, ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভ করেন।

খবধমঁব ভৎধসবড়িৎশ ঙৎফবৎ:

২৮ শে মার্চ, ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে নির্বাচন দেওয়ার ঘোষণা দেন এর ফলে ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন এবং ১৭ ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলঃ

জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৩০০ টি আসন বন্টন করা হয় যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ১৬২ টি আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১৩৮ টি আসন। সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ১৩ টি যার ৭ টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৬ টি পশ্চিম পাকিস্তানে। আওয়ামীলীগ ৩০০ টি আসনের মধ্যে ১৬২ টি আসন লাভ করে এবং সংরক্ষিত আসন ৭ টি লাভ করে। আওয়ামীলীগ মোট ১৬৯ আসনে জয়লাভ করে।

১৩ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া বললেন, আগামী ৩রা মার্চ অধিবেশন বসবে।

১লা মার্চ, ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া বলেন অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ।

২রা মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে আ.স.ম. আব্দুর রবের নেতৃত্বে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়।

অপারেশন সার্চ লাইটঃ

২৫ শে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক ও ৩০০ জন ছাত্র কর্মচারী নিহত হয়। পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক বাঙ্গালী জাতির উপর পরিচালিত সাংকেতিক নাম ছিল অপারেশন সার্চ লাইট। এর উদ্দ্যেশ্য ছিল বাঙ্গালী সংগঠিত অস্ত্রধারী এবং সংগঠিত শক্তি ধ্বংস করা।

২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই অপারেশন সার্চ লাইটে স্বাক্ষর করেন। অতঃপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাত ১১ টায় / ১১:৩০ মিনিটে অভিযান চালায়। এই অভিযানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক ও ৩০০ জন ছাত্র কর্মচারী নিহত হয়। এই রাতেই শুধু ঢাকা শহরে ৬০০০ নিরীহ মানুষ নিহত হয়। ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত ১:৩০ টায় / ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ী থেকে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন।

স্বাধীনতা ঘোষণাঃ

২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ দিবাগত রাত সাড়ে বারোটা অরথাত ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে ততকালীন ঊ.চ.জ (ঊধংঃ চধশরংঃধহ জরভষবং) বর্তমান ইএই (ইড়ৎফবৎ এঁধৎফং ইধহমষধফবংয) এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে আওয়ামীলীগ নেতা জহুর আমহেদ চৌধুরীর (যার নামে চট্রগ্রাম স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়) নিকট একটি বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি ইংরেজীতে ছিল যাতে বিশ্ববাসী ম্যাসেজটি বুঝতে পারে। ম্যাসেজটি ছিলঃ

ঁঞযরং সধু নব ঃযব খধংঃ সবংংধমব ভৎড়স ঃড়ফধু ইধহমষধফবংয রং ওহফবঢ়বহফবহঃচ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রঃ

২৬ শে মার্চ, ১৯৭১ সালে বেলা ২টা ১০ মিনিটে সময় চৌধুরীবেলালের নেতৃত্বে চট্রগ্রাম কালুরঘাটে বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল ঁস্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রচ পরে তা নামকরণ করা হয় ঁস্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রচ নামে।

২৬ শে মার্চ, ১৯৭১ সালে বেলা ২টা ১০ মিনিটের সময় মোহাম্মদ হান্নান (ততকালীন চট্রগ্রাম জেলার আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন) বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। হান্নান সাহেবও ইংরেজীতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঐদিন সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটের সময় আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

পরের দিন ২৭ শে মার্চ, ১৯৭১ সালে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। শুধু ২৭ শে মার্চ নয়, মেজর জিয়াউর রহমান ২৭ শে মার্চ সহ ২৮ শে মার্চ ও ২৯ শে মার্চ মোট ৩ দিন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

মুক্তিফৌজ গঠন / মুক্তিবাহিনী গঠনঃ

৩ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে ততকালীন সিলেট জেলা (তালিয়াপাড়া) চা বাগানে (বর্তমানের হবিগঞ্জের মাধবপুরে) বঙ্গবীর গ. অ. এ. ঙংসধহর এর নেতৃত্বে ৫০০০ সামরিক ও ৮০০০ বেসামরিক মোট ১৩০০০ সদস্য নিয়ে মুক্তিফৌজ গঠিত হয়। বাংলাদেশ ১ম সরকার গঠনের পর ১১ ই এপ্রিল, ১৯৭১ সালে মুক্তিফৌজ নাম পরিবর্তন করে মুক্তিবাহিনী নামকরণ করা হয়।

সরকার গঠনঃ

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। এইসরকারকে প্রবাসী সরকার বলা হয়। প্রবাসী সরকারের সদর দফতর ছিল কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে। এই সরকার ছিল রাস্ট্রপতি শাসিত সরকার। এই সরকারের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন।

৬ জন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশের ১ম সরকারঃ

১) রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়কঃ শেখ মুজিবুর রহমান

২) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৩) প্রধানমন্ত্রীঃ তাজউদ্দিন আহমদ

৪) পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীঃ খন্দকার মোশতাক আহমেদ

৫) অর্থ, বাণিজ্য ও শিক্ষামন্ত্রীঃ মনসুর আলী

৬) স্বরাষ্ট্র, কৃষি, ত্রাণ ও পুর্নবাসনমন্ত্রীঃ এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান

শপথ গ্রহণঃ

১৯ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে তৎকালীন কুষ্টিয়ায় জেলার মেহেরপুর মহকুমা বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নে ভবের পাড়াগ্রামে (বর্তমান মুজিবনগর) বাংলাদেশের ১ম সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শপথ করান অতঃপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী সহ অন্য সকল সদস্যদেরকে শপথ পাঠ করান। আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন হয় ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল।

মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডঃ

মুক্তিযুদ্ধের কমান্ড ছিল পর্যায়ক্রমে (উপর থেকে নিচে)

১) সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান

২) সহ সর্বাধিনায়ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৩) প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ

৪) প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী

৫) (ক) চিফ অব স্টাফ (কর্ণেল আব্দুর রব)ু জেড ফোর্স, এস ফোর্স এবং কে ফোর্স; ১-৬ নং সেক্টর

(খ) ডেপুটি চিফ অব স্টাফ (এয়ারভাইস মারশাল একে খন্দকার)- সেক্টর বাহিনী ৭-১১ নম্বর সেক্টর

৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার পদবীঃ

সিপাহীু হামিদুর রহমান, মোস্তফা কামাল ; ল্যান্স নায়েকু মুন্সি আব্দুর রব, নূর মোহাম্মদ;

ক্যাপ্টেনু জাহাঙ্গীর; স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ারু রুহুল আমিন এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট- মতিউর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর সমূহের বর্ণনাঃ

সেক্টর নং
সেক্টর / এলাকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার
সেক্টর ১
চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত
মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন)
মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)
সেক্টর ২
নোয়াখালী, কুমিল্লা, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ
মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)
মেজর হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
সেক্টর ৩
আখাউরা ভৈরব রেললাইন হতে পূর্বদিকে কুমিল্লা জেলা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)
মেজর কাজী নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
সেক্টর ৪
সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব ও উত্তরদিকে সিলেট ডাইউকি সড়ক।
মেজর সি আর দত্ত
সেক্টর ৫
সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা এবং সিলেটের ডাইউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চল
মেজর মীর শওকত আলী
সেক্টর ৬
ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও ঠাগুরগাঁও
উইং কমান্ডার বাশার
সেক্টর ৭
সমগ্র রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র পাবনা ও বগুড়া জেলা
মেজর কাজী নুরুজ্জামান
সেক্টর ৮
সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অংশবিশেষ এবং দৌলতপুর সাতক্ষিরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা
মেজর আবু ওসমান (অক্টোবর পর্যন্ত)
মেজর এম এ মনসুর (আগস্টু ডিসেম্বর)
সেক্টর ৯
সাতক্ষিরা দৌলতপুর সড়ক সহ খুলনা জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা
মেজর আব্দুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর)
এম. এ. মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সেক্টর ১০

অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, চট্রগ্রাম ও চালনা
মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত নৌ-কমান্ডার
সেক্টর ১১
কিশোরগঞ্জ ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল
মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-নভেম্বর)
ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

** সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য
১) এজিরু এক নম্বর সেক্টর, জিয়াউর রহমান, রফিকুল ইসলাম
২) মটুখাহা দুইনম্বর, খালেদ মোশাররফ, হায়দার
৩) সতিনু সফিউল্লাহ, তিন নম্বর সেক্টর, নুরুজ্জামান
৪) সিচা সি আর দত্ত, চার নম্বর সেক্টর
৫) পাঁচশতু পাঁচ নম্বর সেক্টর, মেজর শওকত
৬) বাছু উইং কমান্ডার বাশার, ছয় নম্বর সেক্টর
৭) সাতানু সাত নম্বর সেক্টর, কাজী নুরুজ্জামান
৮) ও-আটমনু ওসমান, আটনম্বর সেক্টর, মনসুর
৯) জনমু জলিল, নয় নম্বর সেক্টর, মঞ্জুর
১০) ঐ২ঙু নৌবাহিনী দ্বারা চালিত, ১০ নম্বর সেক্টর
১১) এগারহাতা এগার নম্বর সেক্টর, হামিদুল্লাহ, কর্ণেল তাহের

ঙঢ়বৎধঃরড়হ ঔধপশঢ়ড়ঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় গুতুত্বপূর্ণ অপারেশন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বলায় হয় জনযুদ্ধ কারণ জনগণ এই যুদ্ধকে সমর্থন করেছে,
১৪ই আগষ্ট, ১৯৭১ সালে মংলা পোর্ট এ ৫০ টি এবং চিটাগাং পোর্টে ১০ টি গোলাবারুদ সহ জাহাজ আসে।
৬ ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য খেতাবপ্রাপ্ত মোট ৬৭৭ জন মুক্তিযোদ্ধা
এদের মধ্যে ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ; বীরউত্তম ৬৯ জন; বীরবিক্রম ১৭৫ জন এবং বীর প্রতীক ৪২৬ জন।
সর্বশেষ বিরবিক্রমু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল (মরণোত্তর)
বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত দুজন মহিলা ১) তারামন বিবি (কুড়িগ্রাম), ২) সেতারা খানম (কিশোরগঞ্জ)
খেতাব প্রাপ্ত বিদেশী মুক্তিযোদ্ধা ডব্লিউ. এইচ. ওডারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া)
ঈড়হপবৎঃ ভড়ৎ ইধহমষধফবংয আয়োজন করে- জর্জ হ্যারিসন (যুক্তরাষ্ট্র) ও পন্ডিত রবি সংকর (ভারত)
প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা যশোর (৭ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১)